Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 513 – 520
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

উনিশ শতকে বাংলায় সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্মেষ ও বিকাশ : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

কুশধর মান্না
গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল
Email ID : kush3809@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Nineteenth century, Public Library, Mass education, Eradication of Illiteracy, The Calcutta Public Library, Centuries-old libraries.

Abstract

The genesis and development of modern public library is a consequence of and one of the worth-mentioning incidents of those far-reaching changes that began to take shape of in the domain of art literature, society, culture and so on in the Nineteenth century Bengal. With the spread of English Education a special curiosity about Western science and epistemology gathered among newly educated Bengalees. To gratify this curiosity and culture studies they feel the need to set up public library. In that period, a few western educationists and a genteel class of Bengal become enthusiastic to eradicate illiteracy and spread mass education; and to this effect was established the Calcutta public library as the first public library of undivided Bengal in 1836. Inspired by the principles of this library one after another public library began to be setup in different districts of Bengal gradually after the establishment of Calcutta Public Library. The present essay attempts to adumbrate the Calcutta public library as well as other centuries-old public libraries that were established in Nineteenth century Bengal.

Discussion

ভূমিকা : গ্রন্থাগার হল মানুষের বোধবুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা ও মননের সঞ্চিত ভাণ্ডার। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে গ্রন্থাগারের ইতিহাস নিবিড় ভাবে যুক্ত। গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন,

> "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পরা শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহা-শব্দের সঙ্গে লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে,

প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পরিয়া আছে।"[১]

বাংলায় 'গ্রন্থাগার' শব্দের অর্থ হল গ্রন্থের আধার বা গৃহ। ঊনবিংশ শতক থেকে বাংলায় পাবলিক লাইব্রেরি বা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উন্মেষ ও বিকাশ সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে পাবলিক লাইব্রেরি বলতে কি বোঝায় তা সুস্পষ্টভাবে অবগত থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে আমরা গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব খুঁজে পাই তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতি বৌদ্ধ ও জৈন বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে, মঠে, মন্দির-চতুষ্পাঠীতে কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে বা রাজাদের রাজপ্রাসাদে। মধ্যযুগে ও তার পরবর্তীকালে কিছু বিদ্যোৎসাহী সম্রাট বা শাসকের প্রাসাদেও গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল।[২] তবে এই সব গ্রন্থাগারে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিলনা। পাবলিক লাইব্রেরি বা সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে বোঝায় যেখানে দেশের সকল নাগরিকের সাধারণ পাঠক হিসাবে গ্রন্থপাঠের সমান অধিকার থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, মুদ্রণযন্ত্র আবির্ভাবের পূর্বে গ্রন্থ বলতে বোঝাত হাতে লেখা পুঁথিকে।

সাধারণ মানুষের জন্য গ্রন্থাগার গড়ে তোলার ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল ইউরোপীয়রা এদেশে আসার পর থেকে। যে সকল ইউরোপীয় ধর্ম-প্রচারকরা এদেশে এসেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যেসব ইউরোপীয় সম্প্রদায় বাণিজ্য ও রাজ্য জয়ের আশায় ভারতে আসেন তারাই এদেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভাবনা নিয়ে আসেন।[৩] যদিও ইংরেজ শাসকশ্রেণী সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ও শিক্ষার ধারাকে বজায় রাখতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চায়নি। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজ শাসকদের যে-কোনো স্বার্থেই হোক, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, হিন্দু কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আধুনিক শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে বাংলার নব-শিক্ষিত শ্রেণীর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। বিদ্যাচর্চার তাগিদে, সমাজ, দেশ ও বিশ্বকে জানার প্রয়োজনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তারা সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের কল্যাণকর ব্রত হিসাবেও একে গ্রহণ করেন।[৪]

যেহেতু আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন, বিভিন্ন বৌদ্ধিক প্রতিষ্ঠান, ছাপাখানা ও প্রকাশনার ইতিহাসের সঙ্গে গ্রন্থাগারের ইতিহাসও গভীর ভাবে জড়িত, তাই সংক্ষিপ্ত ভাবে তার আলোচনাও এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। উনিশ শতকে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গড়ে ওঠার পূর্বে বাংলার বৌদ্ধিক তথা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক বা শিক্ষায়াতনিক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল, যেগুলিই পরবর্তীকালে সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার পটভূমি রচনা করেছিল। যেমন, ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল। যদিও শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে, ভারত-বিদ্যাচর্চার জন্যই গ্রন্থাগারটি গড়ে তোলা হয়।[৫] ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তার সাথে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল।[৬] শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র গড়ে ওঠে উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গ্রন্থাগারের যাবতীয় বইপত্র ছাপা হত শ্রীরামপুর প্রেস থেকেই। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর প্রেস থকে ৪০টি ভাষায় প্রায় ২,১২,০০০ বই ছাপা হয়েছিল।[৭] এছাড়া ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ, ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ, ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে বিসপস্ কলেজ, ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ, ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হুগলী মহসিন কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠলে ধীরে ধীরে সহযোগী গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল।[৮] এই সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগারগুলি নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সর্বসাধারণের জন্য নয়।

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি (বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরি) :

বঙ্গদেশে পাবলিক লাইব্রেরি বা জনসাধারণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ২১শে মার্চ ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে - যেটি ছিল অবিভক্ত বাংলার তথা ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার।[৯] ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল চার্লস মেটকাফ (১৭৮৫-১৮৪৬) দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান করায়, তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ২০শে আগস্ট কলকাতার টাউনহলে কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী মিলিত হয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাবের মর্ম ছিল, তার প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

একটি ভবন নির্মাণ করে তার নাম দেওয়া হবে 'মেটকাফ হল' এবং ঐ বাড়িতেই একটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করা হবে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য। পরে ৩১শে আগস্ট টাউন হলেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার পিটার গ্রান্টের সভাপতিত্বে জে.এইচ. স্টকলার সহ বিশিষ্ট নাগরিকদের সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল তা হল,

> "That it is expedient and necessary to establish in Calcutta a Public Library of reference and circulation, that shall be open to all ranks and classes without distinction, and sufficiently extensive to supply the wants of the entire community in every department of literature."[১০]

এই প্রস্তাবকে কার্যকর করার জন্য ২৪জন বিশিষ্ট নাগরিককে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। যার মধ্যে দুইজন বাঙালি ছিলেন, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮) এবং হিন্দু কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত (১৭৭৯-১৮৫৪)। ইংরেজ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জন পিটার গ্যান্ট, হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসন, সমাচার দর্পণের সম্পাদক পাদরি মার্শম্যান। গ্রন্থাগারে অর্থ সাহায্য করে যারা অংশীদার হন তাদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ। টাউনহলে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য স্থানের অভাব থাকায় প্রথমে ২৪ পরগনার একজন সিভিল সার্ভেন্ট ড.এফ.পি.স্ট্রং তার ১৩ এসপ্ল্যানেড রো-র বাড়িটি লাইব্রেরির ব্যাবহারের জন্য ছেড়ে দেন। সেখানেই একজন ইংরেজ ভদ্রলোক মি.স্ট্যাচি গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ শুরু করেন, এবং তার সহকারী গ্রন্থাগার নিযুক্ত হন প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ৩৬শে মার্চ জনসাধারণের ব্যাবহারের জন্য লাইব্রেরি খুলে দেওয়া হয়।[১১] ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে স্থান সংকুলান না হওয়ার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একাংশে লাইব্রেরি স্থানান্তরীত হয়। ১৮৫৪ সালে লাইব্রেরি তার স্থায়ী ভবন মেটকাফ হলে উঠে আসে। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ওই পদেই ছিলেন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এই সময় থেকেই গ্রন্থাগারের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। পরে লর্ড কার্জন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির দুরবস্থা দেখে ভারত সরকারের পক্ষে সকল অংশীদারকে ৫০০ টাকার বিনিময়ে লাইব্রেরির স্বত্ব কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন, এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যাবহারের জন্য প্রতিষ্ঠিত ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির সঙ্গে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিকে যুক্ত করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি কার্জন ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি জনসাধরনের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।[১২] দেশ স্বাধীন হবার পর ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়। যদিও সেই রূপান্তরের ইতিহাস বলার অবকাশ এখানে নেই তবুও শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, বিভিন্ন দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে একমাত্র ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার বা ন্যাশনাল লাইব্রেরি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির ঐতিহ্যকে বজায় রেখে সর্বসাধারণের ব্যাবহারের জন্য আজও উন্মুক্ত।

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ইউরোপীয় ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠার পর উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন জেলাতেও বিদ্যোৎসাহী সমাজসেবীদের মধ্যে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার আগ্রহ দেখা যায় এবং পর পর পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দী-প্রাচীন গ্রন্থাগার যেগুলি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেইসব গ্রন্থাগারের নির্বাচিত কয়েকটির সামান্য কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হল।

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার :

১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে মেদিনীপুর শহরের আলিগঞ্জে বাংলার দ্বিতীয় পাবলিক লাইব্রেরি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেডমাস্টার রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯)। যদিও প্রথমে গ্রন্থাগারটির নাম ছিল 'বেলি হল পাবলিক লাইব্রেরি'। কারণ তৎকালীন মেদিনীপুরের কালেক্টর হেনরি ভিনসেণ্ট বেলি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছিলেন। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে এই লাইব্রেরি সাধারণ পাঠকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়।[১৩] যে গ্রন্থাগার এককালে স্যার উইলিয়াম হান্টার, অ্যানি বেসান্ত, ভগিণী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রশংসাধন্য ছিল, তা আজ অবক্ষয় ও অবহেলার ভগ্নদশাপ্রায়।[১৪]

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি :

নদীয়া জেলার ইংরেজ কর্মচারী (ICS)ও শিক্ষানুরাগী হজসন প্র্যাট (Hajson Prat) একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যেই ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ১লা জুলাই জেলার মুখ্য আমিন রামলোচন ঘোষ, কৃষ্ণনগর কলেজ হলে একটি সভার আয়োজন করেন। যেখানে নদীয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় সহ বৃন্দাবন চন্দ্র সরকার, প্রাণকৃষ্ণ পাল প্রমুখ বিত্তশালী জমিদারদের প্রতিনিধি ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে ব্রিটিশ সরকারের রোষ পতিত হয়েছিল এই গ্রন্থাগারটির উপর। স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকেই এই গ্রন্থাগারের মাঠে বিভিন্ন সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইমেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত।[১৫]

কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম :

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ংবেঙ্গলের সদস্য শিবচন্দ্র দেব এই লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এর নাম ছিল Anglo Vernacular Library। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবার এই লাইব্রেরিতে আসেন এবং গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য শিবচন্দ্রকে উৎসাহ ও সহযোগিতা করেন।[১৬] আজও লাইব্রেরিটি তার প্রাচীনত্বের নিদর্শন নিয়ে সজীব।

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার :

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট জমিদার ও সমাজসেবক জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এই গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায় ও সহ-গ্রন্থাগারিক ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[১৬] উনিশ শতকের বহু মনিষী যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উইলিয়াম হান্টার, দীনবন্ধু মিত্র বিভিন্ন সময়ে এই গ্রন্থাগারে পদার্পণ করেছিলেন। ১৮৬৯ ও ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে দুইবার মধুসূদন দত্ত এই লাইব্রেরির দোতলা ঘরে সময় কাটিয়ে গেছেন। এই গ্রন্থাগারের ইতিহাস একদিকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরই অংশ। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে প্রায় ১২,৫০০ সদস্য ও ১,৬০,০০০টি মূল্যবান পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ রয়েছে যা গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের কাছে আজও নানা দিক থেকে আকর্ষণীয়।[১৮]

শশীপদ ইন্সটিটিউট লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম :

'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার সম্পাদক ও সমাজসংস্কারক শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর কলকাতার বরানগরে শ্রমজীবীদের উদ্দেশ্যে একটি নাইট স্কুল খোলেন, সঙ্গে পুস্তকাগার; পরে যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠাতার নামে 'লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম' -এ পরিণত হয়।[১৯] ঐতিহ্যবাহী পাঠাগারটির বর্তমানে ধূলিমলিন অবস্থা। অর্থের অভাব ও নানাবিধ কারণে গ্রন্থাগারটির রক্ষণাবেক্ষণ দিন দিন কঠিন হয়ে পড়েছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার :

কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্ররনারায়ন প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় রাজ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পড়েছিল ইংরেজ কর্মচারী কর্নেল জে.সি.হটনের উপর। প্রধানত তার উদ্যোগেই গ্রন্থাগারটি ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় এর নাম ছিল 'মহারাজা গ্রন্থাগার'।[২০] মহারাজা গ্রন্থাগার ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে এবং মহিলাসহ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি :

গ্রন্থাগারটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে। তবে প্রথম দিকে গ্রন্থাগারের সংগঠন ও পরিষেবার দিকটি অবহেলিত থাকে। পরে আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) গ্রন্থাগারটির পুনর্গঠনে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রথমদিকে এটি ছিল মূলত ধর্মীয় গ্রন্থাগার – অর্থাৎ উপাসক মণ্ডলীর ব্যাবহারের জন্য। পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারের চরিত্রে যে রূপান্তর ঘটে

তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল- সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি (ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে আগ্রহী ব্যক্তিসহ), বইপত্রের সংগ্রহ বৃদ্ধি, নতুন ভবন, পৃথক রিডিং রুম এছাড়া নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা।[২১] উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত এই শতাব্দী প্রাচীন গ্রন্থাগারটি একটা সময় বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকায় সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু গ্রন্থাগারের পূর্ব ঐতিহ্য বর্তমানে অনেকটাই ম্লান।

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি :

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে কলকাতার তালতলা অঞ্চলে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি রায় প্রমুখ স্থানীয় কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২] এই গ্রন্থাগারের প্রথম দশ বছরের সভাপতি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)। তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের ছিলেন প্রথম সম্পাদক এবং প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ। নিজস্ব গৃহে নানা মূল্যবান ও প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহ নিয়ে গ্রন্থাগারটি কোনক্রমে তার নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি :

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে রাজবল্লভ স্ট্রিটে স্থানীয় কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অঞ্চলের বাসিন্দা প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই গ্রন্থাগারের প্রথম সদস্য হন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এই গ্রন্থাগারের সদস্য হন।[২৩] ১৩৪০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'বাগবাজারের গ্রন্থ পাঠালয়ের পঞ্চাশদ্বার্ষিকী উপলক্ষে' দার্জিলিং থেকে শুভকামনা নিবেদন করে যে 'শুভেচ্ছাবানী' পাঠান, তার হুবহু প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে গ্রন্থাগারের ১২৫ বছর-পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত একটি সুসম্পাদিত স্মারক সংকলন বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি স্মারকগ্রন্থ-তে।[২৪]

বালি সাধারণ গ্রন্থাগার :

প্রথমে 'বয়েজ অ্যাসোসিয়েশন' নামে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বালিতে এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এর নাম বদলে হয় 'স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন'। তারপর অনেক আঞ্চলিক ছোট ছোট গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত হয়ে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে 'বালি সাধারণ গ্রন্থাগার' নামে পরিচিতি লাভ করে। গ্রন্থাগারের সূচনা লগ্ন থেকেই সাহিত্যসভা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এই লাইব্রেরিতে পদার্পণ করেছিলেন।[২৫]

চৈতন্য লাইব্রেরি :

গৌরহরি সেনের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং পাদরি টমোরি সাহেবের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্য লাইব্রেরি ছিল নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।[২৬] উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারটি শুধুমাত্র গ্রন্থ সংগ্রহেই সমৃদ্ধ হয়নি, রবীন্দ্রনাথ সহ বহু বাঙালি মনীষীর উপস্থিতিতে, প্রবন্ধ-পাঠে, আলোচনাসভার ভাষণে একটি সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছিল। গ্রন্থাগারটির মূল্যবান নথিপত্র ও পুস্তক সংগ্রহ আজ অবহেলায় প্রায় ধ্বংসের মুখে।

বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি :

বাংলার লাইব্রেরি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি দ্বারা। বাঁশবেড়িয়ার রাজা ক্ষিতিন্দ্রদেব রায়ের উদ্যোগে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের ভাড়া বাড়িতে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ললিতমোহন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তি এই গ্রন্থাগারটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমগ্র বাংলার মধ্যে প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান ও হুগলী গ্রন্থাগার পরিষদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরির অবদান অবিস্মরণীয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের সভাপতি মুনীন্দ্রদেব রায় ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি

হিসাবে স্পেনে আয়োজিত 'ইন্টারন্যাশনাল লাইব্রেরি কনফারেন্স'-এ যোগ দিয়েছিলেন।[২৭] এই ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগারটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে ভগ্নদশাপ্রায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার :

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও তার গ্রন্থাগার ছিল বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। প্রথমে এটি 'The Bengal Academy of Literature' নামে নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সহ-সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনচন্দ্র সেন। এছাড়াও পরিষদের সাথে যুক্ত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।[২৮] ব্যক্তিগত ভাবে যারা গ্রন্থাগারকে পুস্তক দান করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রজনীকান্ত গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থ-সংগ্রহ পরিষদে সংরক্ষিত রয়েছে। বিংশ শতকেও এখানে বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও আরো কয়েকটি গ্রন্থাগার উনিশ শতকের বাংলায় গড়ে উঠেছিল, যেগুলি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অবদান রেখেছে। যেমন, নথব্রুক হল লাইব্রেরি (ঢাকা, ১৮৮২,), বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮২), রামকৃষ্ণ লাইব্রেরি অ্যান্ড রিডিং রুম (কলকাতা, ১৮৭৯), আশুতোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (১৮৯১), ভারতি পরিষদ (১৮৯০), সুহৃদ লাইব্রেরি (১৮৯১), মুদিয়ালি লাইব্রেরি (১৮৭৬) রাজপুর সাধারণ পাঠাগার (১৮৭৭), রানাঘাট পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮৪), রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮১), দি ইউনাইটেড রিডিং ক্লাব অ্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরি (হাওড়া,১৮৯৮), বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮৪), বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮৫), চন্দননগর পুস্তকাগার (১৮৭৩), শ্রীপুর কল্যাণ সমিতি (১৮৯১), শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭১)[২৯]

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পর থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় ৬৬টি পাবলিক লাইব্রেরি সমগ্র বাংলা জুড়ে স্থাপিত হয়েছিল। যেগুলির মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক লাইব্রেরির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কে তেমন কিছু গবেষণামূলক কাজ না পাওয়ার কারনে আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলি তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে উনিশ শতকের বাংলায় গড়ে ওঠা পাবলিক লাইব্রেরির একটা সুস্পষ্ট চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—[৩০]

জেলার নাম	গ্রন্থাগারের সংখ্যা	জেলার নাম	গ্রন্থাগারের সংখ্যা
কলকাতা	১৮	বাগুড়া	১
হাওড়া	১০	বরিশাল	১
২৪ পরগনা	১০	ঢাকা	১
হুগলী	৯	সিরাজগঞ্জ	১
মেদিনীপুর	২	কুমিল্লা	১
রাজশাহী	২	পাবনা	১
নদীয়া	২	খুলনা	১
বাঁকুড়া	১	বীরভূম	০
বর্ধমান	১	কোচবিহার	০
মুর্শিদাবাদ	১	দার্জিলিং	০

যশোর	১	জলপাইগুড়ি	০
রংপুর	১	মালদা	০
দিনাজপুর	০	পুরুলিয়া	০
মোট গ্রন্থাগার = ৬৬			

উপসংহার : উনিশ শতকের বাংলায় পাবলিক লাইব্রেরির উন্মেষ ও বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, কলকাতা ও জেলা শহরে বা অনেক পরে গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ পাবলিক লাইব্রেরিই স্থানীয় শিক্ষিত যুবকদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থগার, বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরিসহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্থানীয় জমিদারদের উদ্যোগে। অন্যদিকে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি সহ বেশ কিছু গ্রন্থাগার স্থাপনে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের কিছু শিক্ষানুরাগী মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন, পরে ভারতীয়রাও যোগদান করেন। প্রতিষ্ঠাকালে বেশিরভাগ গ্রন্থাগারেই স্থায়ী ঠিকানা বা নিজস্ব বাসভবন ছিলনা। মধ্যবিত্ত, উদারমনস্ক ধনী ব্যক্তি বা জমিদারদের সাহায্য ও সহযোগিতায় গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হত। গ্রন্থাগারগুলি সকল সময় কেবল পাঠকেন্দ্র রূপেই ব্যাবহৃত হয়নি- সাহিত্য-সংস্কৃতি আলোচনার অনুষ্ঠান রূপে এবং সমাজ সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে কোন কোন গ্রন্থাগার বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলো। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ-এর নাম উল্লেখনীয়। শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবার মানসিকতা নিয়ে উনিশ শতকে বাংলায় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠেছিল, যদিও এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়ঃ মূলত কলকাতা শহর বা তার পার্শ্ববর্তী জেলা শহরগুলিতেই গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং গ্রন্থাগারের পরিসেবা শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া পাবলিক লাইব্রেরির অর্থ জনসাধারণের গ্রন্থাগার হলেও এগুলো ছিল মূলত চাঁদামূলক গ্রন্থাগার। তাই সাধারণ মানুষ কতটা গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পেরেছিল- সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

Reference :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *'লাইব্রেরি',* পৌষ, ১২৯২, রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃ. ৬৭৪

২. Dutta, Bimal Kumar. *Libraries and Librarianship of Ancient and Medieval India,* Atma Ram & Sons, Delhi, 1960, pp. 14-15

৩. মজুমদার, কৃষ্ণপদ, *পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ,* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪

৪. মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু, *বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দলনঃ আধুনিক গ্রন্থাগারের উন্মেষ ও বিকাশ,* গ্রন্থাগার, স, অরুণ রায়, ৪৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৪০৫, পৃ. ৩-৫

৫. Ohdedar, A.K. *The Growth of the Library in Modern India: 1498-1836,* The World Press Private Ltd., Kolkata, 1966, pp. 80-81

৬. Kabir Abul Fazal, M.Fazle. *The Libraries of Bengal 1700-1947: The Story of Bengal Renaissance,* Promila & Co, New Delhi, 1988, pp. 35

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ কুমার, *বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস,* ১ম খ.; প্রেস সুপারিন্টেনডেন্ট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মে ১৯৮৫, পৃ. ১৬৫

৮. Roychowdhury, Prabir, *Public Library Development in West Bengal: a review, in Souvenir*, West Bengal Book Fair 1985-86, Government of West Bengal, Calcutta, 1986, pp. 5

৯. Kesavan, B.S, *India's National Library*, Kolkata: Indian National Library, 1961, pp. 9
১০. ibid pp. 1
১১. চক্রবর্তী, শঙ্করপ্রসাদ, *ঐতিহ্যে উত্তরাধিকারে জাতীয় গ্রন্থাগার,* চক্রবর্তী, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৫২
১২. Kesavan, B.S op.cit pp. 14
১৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণ, *এই বাংলার শতায়ু গ্রন্থাগার,* পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ.৩৮
১৪. ঘোষ, অরুণ, *উনিশ শতকের বাংলায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক,* উনিশ শতকের বাংলা, স, অলোক রায় ও গৌতম নিয়োগী, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ১৫৩
১৫. মিত্র, কাজল, *কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি একালের অনুসন্ধান,* কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি ক্যাটালগ, ২০০৬, পৃ. ২১২-২১৪
১৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণ, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪
১৭. সিংহ, কুনাল, *প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহঃ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,* দি ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১৮
১৮. *একটি আলক প্রবাহঃ উনিশ শতক থেকে একুশ শতক,* উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার সার্ধশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থঃ ১৮৫৯-২০০৯, উত্তরপাড়া, হুগলী, পৃ. ২৬-২৭
১৯. ঘোষ, অরুণ, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫৪
২০. সিংহ, কুনাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
২১. ঘোষ, অরুণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
২২. মুখোপাধ্যায়, অরুণ, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৪
২৩. ভট্টাচার্য, কৃষ্ণময়, *বাংলাদেশের গ্রন্থাগার,* দেবদত্ত অ্যান্ড কোঃ, কলকাতা, মার্চ ১৯৫৭, পৃ.৩৮
২৪. ঘোষ, অরুণ, কলকাতা প্রাগুক্ত পৃ. ১৫৫
২৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণ, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৪
২৬. The Nine Annual Report of Beadon Sqaure Library Club and Chaitanya Library 1858 A.D
২৭. সিংহ, কুনাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
২৮. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, *সমাজ ও গ্রন্থাগার,* বোনা, কলকাতা, জুন ১৯৯৭, পৃ. ৪৮
২৯. Bengal Library Directory 1942, West Bengal Library Directory 1963, Calcutta, Bengal Library Association
৩০. Ibid